জাতীয় স্যানিটেশন মাস
অক্টোবর-২০১৩

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২১ আশ্বিন ১৪২০
০৬ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস - অক্টোবর ২০১৩' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এই আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

দেশব্যাপী স্যানিটেশন কার্যক্রম গতিশীল রাখা এবং জনগণের মাঝে সচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টি করা এ কর্মসূচির লক্ষ্য। সকলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের একটি সহায়ক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ সফলতার সাথে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে যা বর্তমান বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সাফল্য অর্জনে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী দেশ এবং সংস্থা, গণমাধ্যমসহ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের আন্তরিক সহায়তা ও নিরলস প্রচেষ্টা নিরন্তর কাজ করেছে।

স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে পরিচালিত কার্যক্রম সুসম্পাদন ও দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কার্যকরী পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা হলে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সহজতর হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও শুভানুধ্যায়ী তাদের সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আশা করি দেশব্যাপী 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস - অক্টোবর ২০১৩' উদ্‌যাপন এবং এর সকল কর্মসূচি শতভাগ স্যানিটেশন এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস - অক্টোবর ২০১৩' উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

টেকসই স্যানিটেশন উন্নয়ন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বাংলাদেশ সরকারের একটি অগ্রাধিকারমূলক সেক্টর। সকলের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত স্যানিটেশন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এছাড়া প্রতি বছরই অক্টোবর মাসকে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস' এ মাসেই পালিত হয়ে থাকে। এ বছর জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০১৩ এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **"আমার হাতেই আমার সুস্বাস্থ্য"**। স্যানিটেশন কার্যক্রমে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমকে বেগবান করতে কার্যকর নীতিমালা এবং কৌশলপত্র ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে- **'জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা-১৯৯৮', 'জাতীয় আর্সেনিক নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা-২০০৪', 'জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র-২০০৫', 'সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০১১-২০২৫'** ও **'হাইজিন প্রোমোশন কৌশলপত্র-২০১২'** প্রণীত হয়েছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত কল্পে **'ন্যাশনাল কস্ট শেয়ারিং স্ট্র্যাটেজী ফর ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন ইন বাংলাদেশ-২০১২'** অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়াও দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে **'জাতীয় কৌশলপত্র বাংলাদেশের দুর্গম এলাকায় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ২০১২'** প্রণীত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বর্তমানে বাংলাদেশে ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী (Basic সহ) পরিবারের সংখ্যা **শতকরা ৯০ ভাগের উর্ধ্বে** পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত JMP (Joint Monitoring Programme 2013) জরীপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে দেশে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহারকারী পরিবার **শতকরা ৫৫ ভাগ** এবং 'শেয়ারড্ ল্যাট্রিন' ব্যবহারকারী পরিবার **শতকরা ২৭ ভাগ**। খোলা জায়গায় মলমূত্রত্যাগকারী পরিবারের সংখ্যা **শতকরা ৪ ভাগে** নেমে এসেছে। স্যানিটেশনের সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা তথা স্বাস্থ্য শিক্ষার (হাইজিন) বিষয়টিও সরাসরি সম্পৃক্ত। স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ চর্চার ক্ষেত্রে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গবেষণায় দেখা গেছে, সঠিক নিয়মে হাত ধুলে ৩০ থেকে ৫০ ভাগ ডায়রিয়া রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে ৫ বছরের কম বয়সের শিশু মৃত্যু উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, স্যানিটেশনে অর্থনৈতিক লাভ ক্ষতিও কম নয়। বিশ্ব ব্যাংকের The Economic Impacts of Inadequate Sanitation in Bangladesh, ২০১২' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, স্যানিটেশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার ফলে প্রতিবছর প্রায় ৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ২৯৫.৫ বিলিয়ন টাকা ক্ষতি হচ্ছে যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ৬.৩ শতাংশ। খোলা স্থানে মলত্যাগের অভ্যাস পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করতে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তাদেরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে Community Led Total Sanitation (CLTS) এপ্রোচ একটি উদ্ভাবনীমূলক পন্থা। CLTS এর মূল কথা হল- কোন ভর্তুকি ছাড়া জনগণ নিজেরাই নিজ প্রয়োজনে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি সংস্থাগুলো পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করছে। স্যানিটেশনে অনগ্রসর এলাকা- বিশেষ করে পার্বত্য এলাকা, চর, হাওড়, উপকূল, দ্বীপ, নদী ভাঙ্গন প্রবণ জনপদ, চা-বাগান, বরেন্দ্র এলাকা, দুর্যোগপূর্ণ ও শহরের বস্তি এলাকাসহ বিশেষ করে সামাজিক, ভৌগলিক, জলবায়ু, পরিবেশগত এবং দুর্যোগের বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি যেমন, প্লাস্টিক রিং-স্ল্যাব, জুটোস্যান, উঁচু পাটাতন, অফসেট পিট, টুইন পিট, সেপটিক ট্যাঙ্ক ও ইকো টয়লেট ব্যবহার করা হচ্ছে। ঐ সকল এলাকার জন্য উপযুক্ত লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবনে আরও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রণীত Sector Development Plan (২০১১-২৫) অনুযায়ী স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য ৩টি ৫ বছর মেয়াদী মোট ১৫ বছরের জন্য উন্নয়ন রূপরেখা অনুযায়ী আগামী দিনগুলোতে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচীগুলোর উপর জোর দেয়া হবে:

SDP অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goal) মূলত একই হওয়ায় ২০১৫ এর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীর সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগে কমিয়ে আনা এবং মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এ সংখ্যা শূন্যতে কমিয়ে আনা; দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত বড় শহরগুলোতে সুয়ারেজ ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য শহরে অফসাইট স্যানিটেশন প্রযুক্তি ও গ্রামাঞ্চলে উন্নতর স্যানিটেশন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান নিশ্চিত কল্পে প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা এবং এ বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখার বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণ; জলবায়ু পরিবর্তন ও পিছিয়ে পড়া এলাকা এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগণের কথা বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; বস্তিবাসী এবং শহরাঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ভর্তুকির সর্বোত্তম ব্যবহারের নিশ্চিত করণ; হাইজিন প্রমোশন এবং সহজগম্য নয় এমন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জন্য স্যানিটেশন ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি নিশ্চিত কল্পে প্রণীত জাতীয় হাইজিন প্রমোশন কৌশলপত্র ও Hard To Reach (HTR) কৌশলপত্রের আলোকে কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাস্যান কর্মশালায় প্রণীত অন্যান্য কর্ম পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

শতভাগ স্যানিটেশন অর্জন একটি দুরূহ কাজ- এ কথা সত্য হলেও সেটি অর্জন করা সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আমাদের শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। একই সাথে ন্যূনতম (Basic) স্যানিটেশন থেকে স্যানিটেশন সোপান (Sanitation Ladder) এর উচ্চ ধাপে আরোহণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি এখনই সময় আমাদের স্যানিটেশন উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে টেকসই হয় সেদিকে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া। পর্যায়ক্রমে এর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন:

দেশের বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বিবেচনায় লাগসই স্যানিটেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার; প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্যানিটেশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ব্যবহারকারীর সংখ্যা যাতে হ্রাস না পায় তার জন্য দ্রুত ল্যাট্রিন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহিষ্ণু ল্যাট্রিন প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা; স্যানিটারি ল্যাট্রিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা; ল্যাট্রিন রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমে ল্যাট্রিন ব্যবহার ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া; জনগণের চাহিদা মোতাবেক স্যানিটেশন সামগ্রী উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ আশ্বিন ১৪২০
০৬ অক্টোবর ২০১৩

বাণী

স্যানিটেশন কার্যক্রমকে গতিশীল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও অক্টোবর মাস 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান সরকার স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। গত সাড়ে চার বছরে এখাতে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি। জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে স্যানিটেশন কার্যক্রমে শতভাগ সাফল্য আনতে জাতীয় হাইজিন কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছি। ব্যাপকভিত্তিক ও বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করায় অনিরাপদ পানি ও দুর্বল স্যানিটেশন জনিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে। যা শিশু মৃত্যু হার কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতিসংঘ স্যানিটেশনকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্যানিটেশন সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে আমরা দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি। স্যানিটেশনকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে সরকারের পাশাপাশি সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি **'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০১৩'** এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। সুস্বাস্থ্যবান নাগরিকই জাতীয় উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে তোলা।

২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে বর্তমান সরকার কর্তৃক নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রাজনৈতিকভাবে দেশের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

জাতিসংঘ ঘোষিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDG)' আটটি প্রধান লক্ষ্যের দুটি সরাসরি এবং বাকি ছয়টি কোন না কোনভাবে স্যানিটেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ ব্যাপারে সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং তারই অংশ হিসাবে প্রতিবছর অক্টোবর মাসকে জাতীয় স্যানিটেশন মাস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। সারা দেশে শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনের পথে আমাদের সামনে এখনও অনেক অন্তরায় রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষকে স্যানিটেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রতিটি এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বন্যা ও জলাবদ্ধতার প্রকোপ, স্থানীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে লাগসই, টেকসই ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশ প্রতি বছর নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে। এতে অন্যান্য স্থাপনার মত স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্যানিটেশন ব্যবস্থা টেকসই করার জন্য অন্যান্য স্থাপনার সাথে ল্যাট্রিন পুনঃনির্মাণেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য জনগণের সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে বাস্তব রূপ দিতে স্যানিটেশন কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন স্যানিটেশন আন্দোলনের একটি অত্যাবশ্যক কর্মসূচী বলে আমি মনে করি।

আমি **'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০১৩'** -এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এম.পি

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্যানিটেশন একটি মৌলিক মানবিক অধিকার। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে গৃহীত সকল ধরনের কার্যক্রমকেই স্যানিটেশনের আওতাভুক্ত হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সুস্থ জাতি গঠনে স্যানিটেশনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্যানিটেশন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় জনগণ নানা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমেই সংক্রামক রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা সম্ভব। জনগণের স্বাস্থ্য মান উন্নয়নে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের বিষয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকারকে বাস্তব রূপ দিতে স্যানিটেশন কার্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে সরকার অক্টোবর মাসকে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' হিসেবে উদ্‌যাপন করে আসছে। এ প্রচারাভিযানের মাধ্যমে স্যানিটেশন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং মিডিয়াও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমি আশা করি শতভাগ স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অঙ্গীকার পূরণে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকলকে এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ দেশের বেশিরভাগ জনগণ গ্রামে বাস করে যারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, বিশেষ করে শিশুরা পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি আজও বহন করেই চলেছে। তাদের কাছে স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছাতে পারলেই শতভাগ স্যানিটেশনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হবে।

আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০১৩' -এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এম.পি

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ, যেখানে বাংলাদেশে ২০০৭ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১০০০ জীবন্ত জনে ৬৫ জন। গড়পড়তা প্রতি ১০০০-এ ১৮৮ জন নানারকম অসুস্থতায় ভোগে, যার অধিকাংশই ঘটে থাকে অনিরাপদ পানি ও অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে। তবে বিগত দশক জুড়ে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ সেবা সুবিধার প্রাপ্যতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; ফলে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যগত চিত্রটিও এখন অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে। এদেশে এখন শিশুমৃত্যুর (Mortality) হার নিম্নগামী, এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় স্যানিটেশন ও পানি সুবিধার উন্নত অভিগম্যতাকে এবং ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির (ORT) মত ডায়রিয়ার উন্নত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাকে।

তারপরও জনগণ, তথা শিশুরা পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি বহন করেই চলেছে। রোগ সংক্রমণ কমিয়ে আনার জন্য কেবলমাত্র ভৌত সুবিধাদিই যথেষ্ট কার্যকর নয়। দেশের প্রধানতম উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হলো পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রোগ সংক্রমণের পথটি সংকুচিত করতে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের সাথে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদির প্রাপ্যতার সম্মিলন ঘটানো। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি ঘটানো সম্ভব শুধুমাত্র নিরাপদ পানি ব্যবহার ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে। নিরাপদ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ডায়রিয়া জনিত মৃত্যু শতকরা প্রায় ২১ ভাগ কমানো সম্ভব এবং উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে শতকরা প্রায় ৩৭.৫ ভাগ ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু কমানো সম্ভব। তাই দেশের স্বাস্থ্যখাত উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা জরুরি। এজন্য এদেশের জনগণকে স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে 'স্যানিটেশন মাস' উদ্‌যাপন বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করছি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সেক্টরের আলোকপাত পানি সরবরাহের সাথে সাথে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণে স্থানান্তরিত হয়েছে। উদ্ভব ঘটেছে জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন (CLTS) পন্থার, যার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের বিষয়গুলো বিবেচিত। আমি আশা করছি, স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন বাংলাদেশকে স্বাস্থ্য সুফলের মানদন্ডে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক এম.পি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার গণতান্ত্রিক সরকারের একটি অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার 'সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা' অর্জন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে সকলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার যে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন তা সফল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ কথা সত্য যে, দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করতে হলে সর্বাগ্রে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে জরুরী ভিত্তিতে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে স্যানিটেশন সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। বিশেষ করে অনগ্রসর ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য অধিক জরুরী মনে করি। তাই সরকারের স্যানিটেশন সংক্রান্ত অঙ্গীকার দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিপুল উৎসাহে অক্টোবর মাসকে **'জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০১৩'** হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হ'ল, ২০০৩ এ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ছিল যেখানে শতকরা ৩৩ ভাগ সেখানে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন ধরণের গণমুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী (Basic সহ) পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগের উর্দ্ধে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, স্থানীয় প্রশাসন, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতা, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টমিডিয়াসহ গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা এবং সর্বোপরি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশা করি শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পূরণে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের হতদরিদ্র জনগণের কাছে স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং গণমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৩' এর অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি **'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৩'** এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এম.পি

প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের ফলে স্বল্প সময়ে বাংলাদেশে স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বৎসরও পালিত হতে যাচ্ছে জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৩। সরকারের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা, গণমাধ্যম, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ এবং সর্বোপরি সমাজের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৩ উদ্‌যাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যথাযথভাবে এই কার্যক্রমের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের গতিকে আরো বেগবান করবে এবং এ-যাবৎ অর্জিত সাফল্যকেও ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মৌলিক বা বেসিক স্যানিটেশনের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান খুব কাছাকাছি হলেও টোটাল স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো বেশী সচেষ্ট হতে হবে এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। প্রতি বৎসরের মতো অক্টোবর মাস স্যানিটেশন মাস হিসাবে উদ্‌যাপন সেই প্রচেষ্টারই একটি অংশ। অন্যান্য বৎসরের মতো এই বৎসরও এই স্যানিটেশন মাসে বিগত বছরসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে আগামী দিনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। সেই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ পুরস্কারে ভূষিত হয়ে সমগ্রজাতিকে গৌরবান্বিত করেছেন। আমাদের সেই গৌরবকে আরো মহিমান্বিত করার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্যানিটেশনে শতভাগ সফলতা অর্জনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সামাজিক এবং পরিবেশগত এই সমস্যার সমাধানে আন্তরিকতার সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশে আরো একটি সাফল্যের ইতিহাস রচনা করবো।

মোঃ নুরুজ্জামান

Co-chair WSS LCG
WSS Specialist, World Bank

Message

On behalf of the water & sanitation Local Consultative Group, it is a pleasure to share in the 2013 Sanitation Month. This is even more special given Bangladesh's role globally in changing the approach to sanitation of Donors, Governments & NGOs. This was been possible because;

- Bangladesh Govt., Development partners & NGOs developed Community Led Total Sanitation,
- Bangladesh scaled this up so that now only 4% of the population defecates in the open,
- Bangladesh has managed to reach the poorest with access to basic sanitation, and
- Bangladeshi households continue to use and replacement of their latrines.

The sanitation movement in Bangladesh has been such a powerful example globally for three reasons:

1. *The targeting was right.* The goal shifted to establish open-defecation free communities rather than the construction of latrines … targeting what economists refer to as a "pure public good".
2. *The agent was right.* The sanitation movement was championed by local government with union parishads being the major supporter of sanitation for the poor.
3. *The spirit was right:* It was household members (motivated by respect, pride, camaraderie, self-belief and their local government) that made the major investments in sanitation.

However, while much has been achieved, there is still much to be achieved. While access to a basic latrines almost universal just over half of the latrines are considered 'improved' and fecal sludge management still has to be addressed. As a result, the health costs of poor sanitation in Bangladesh remain high.

Improving the quality of existing latrines demands a shift from collective approaches to market based models. It is local entrepreneurs (supported & regulated by local government) that will enable Bangladeshi households to move up the sanitation ladder and transform fecal sludge from waste into a resource.

While this requires a shift in approach … this is a shift that we believe households & the private sector, local government & the central government, NGOs & the donors are fully capable of making.

Mark Ellery

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০১৩' উদ্‌যাপন জাতীয় পর্যায়ে স্যানিটেশন আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। জাতীয় স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে প্রতি বছর অক্টোবর মাসকে **জাতীয় স্যানিটেশন মাস** হিসেবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। প্রতি বছর এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে স্যানিটেশন খাতে বিগত দিনের অর্জন পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থা একটি অন্যতম শর্ত। দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করতে হলে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৮শে জুলাই ২০১০ তারিখে পানি ও স্যানিটেশনকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সালে **'নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জাতীয় নীতিমালা'** প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে **'জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল'** ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন খাতের **'সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ২০১১-২০২৫'** প্রণীত হয়েছে।

২০০৩ সালে পরিচালিত স্যানিটেশন সংক্রান্ত বেইজলাইন সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশে **শতকরা ৩৩ ভাগ** পরিবার মৌলিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় থাকলেও খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগকারী পরিবার **শতকরা ৪২ ভাগ**। খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের ফলে পানির প্রধান উৎসগুলি দূষিত হয় এবং ডায়রিয়াসহ নানা ধরণের পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলের সহযোগিতায় সমগ্র দেশে স্যানিটেশন আন্দোলন শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর অক্টোবর মাসকে **'জাতীয় স্যানিটেশন মাস'** হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষ কোন না কোন ধরনের মৌলিক ল্যাট্রিন ব্যবহার করলেও অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন মান উন্নয়ন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আমাদের শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। একই সাথে মৌলিক স্যানিটেশন থেকে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। স্যানিটেশন আন্দোলনকে গতিশীল ও বেগবান করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সুশীল সমাজ ও মিডিয়া কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও অবিস্মরণীয় অবদান উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এ প্রচারাভিযান বাংলাদেশকে স্যানিটেশন সোপানে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আবু আলম মোঃ শহিদ খান

আমার হাতেই
আমার সুস্বাস্থ্য

ল্যাট্রিন থাকলে পরিষ্কার
রোগজীবাণু ছড়াবে না আর

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার